চলতি বছর থেকে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষামূলকভাবে দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হচ্ছে। এরই মধ্যে এই স্তরের শিখনসামগ্রী ও শিক্ষক নির্দেশিকা সম্পন্ন করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঁচ বছরের বেশি বয়সী শিশুরা এক বছর মেয়াদি প্রাক?প্রাথমিক স্তরে পড়াশোনা করে প্রথম শ্রেণিতে যায়। দুই বছরের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন হলে শিশুর বয়স চার বছরের বেশি হলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে এবং ছয় বছর বয়স পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক স্তরে পড়বে। ছয় বছরের বেশি হলে তারা প্রথম শ্রেণিতে যাবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও এনসিটিবি সূত্র জানায়, ২০২০ সালেই প্রাক? প্রাথমিক শিক্ষাকে দুই বছর মেয়াদি করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তখন প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন থেকে বলা হয়েছিল, প্রথম দফায় ২০২১ সালে আড়াই হাজারের মতো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা চালু হবে। পরে সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সব বিদ্যালয়ে তা চালু হবে।

advertisement

এ বিষয়ে এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) একেএম রিয়াজুল হাসান গতকাল মঙ্গলবার আমাদের সময়কে বলেন, চার বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই পরীক্ষামূলক চালু হবে। এর আলোকে শিখনসামগ্রী

advertisement 4

তৈরি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, চলতি বছর প্রাথমিক স্তরের ৩ হাজার ২১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে দুই বছর মেয়াদি প্রাক? প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে। এরপর ২০২৪ সালে তা দেশের সব প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০২১ সালের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয়শুমারির তথ্যানুযায়ী, দেশে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেনসহ সব মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ১ লাখ ৩৩ হাজার ২টি। এর মধ্যে কিন্ডারগার্টেনগুলোয় কম বয়সী শিশুদের ভর্তি করা হয়। তবে ৬৫ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিকে এবং ছয় বছরের বেশি বয়সী শিশুদের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়।

3
Shares

advertisement